শিশুদের জন্য লিখা-আঁকা

৩-৫ বৎসরের বাচ্চাদের জন্য এটি একটি চমৎকার মাল্টিমিডিয়া সফ্‌টওয়্যার। এই বয়সি শিশুদের জন্য যা প্রয়েজন তার প্রায় সবই রয়েছে এই সফটওয়্যারে। বিশেষ করে শিশুদের শেখার জন্য এতে রয়েছে বাংলা বর্ণমালা লিখার রীতি, ইংরেজী বর্ণমালা লিখার রীতি, সংখ্যা লিখার রীতি ইংরেজী সংখ্যা লিখার রীতি ও ছবি আঁকার পদ্ধতি। বাংলা বর্ণমালা দুই ভাগে দেখানো হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজী সংখ্যা ১-১০০ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

এখানে লিখার সাথে সাথে বাচ্চারা পড়াও শিখতে পারবে। ছবি আঁকার পর্বটিতে কতকগুলি ছবি আঁকার কৌশল দেওয়া হয়েছে। সবগুলো বিষয়ই মোটামুটি এনিমেশন আকাঁরে দেখানো হয়েছে। তবে সফটওয়্যারটিতে কনটেন্ট এর পরিমান বাড়ানো যেত। সফটওয়্যারটি প্রকাশ করেছে আর্টেক্স কম্পিউটাস্‌। এর মূল্য ৮০ টাকা।

'লিখা-আকাঁ' সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করেছেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ পর্যন্ত তিনি বেশ কিছু মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সিডি ডেভেলপ ও প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত কম্পিউটার বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। ২০০৩ সালে তিনি নিজেই আর্টেক্স সফটওয়্যার নামে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠান ৩টি সিডি বাজারে মার্কেটিং করছে। সেগুলো হলো - লিখা আঁকা, সবুজের দেশে ও বাণী চিরন্তনী। আর প্রকাশের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে- কৌতুক, মীনা ও ইলেক্টনিক্স প্রজেক্ট-১ নামে আরো তিনটি মাল্টিমিডিয়া সফ্‌টওয়্যার।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বর্তমানে টুডি কার্টুন নিয়ে কাজ করছেন। তবে তার এই কার্টুন ছবিটি একটু ব্যতিক্রমধর্মী। কারন এটি বিনোদন ও শিক্ষা এই দুইটিকে একসাথে করে তৈরী হচ্ছে এই কার্টুন। কার্টুন ছবিটি দেখলে শিখা যাবে বাংলা বর্ণমালা। যা শুধু ছোট বাচ্চারা নয় বয়স্ক নিরক্ষররাও শিখতে পারবেন। সুন্দর গল্প ও চমৎকার এ্যানিমেশন এর মাধ্যমে এগুলো তৈরী করা হচ্ছে।

❑ রোকসানা আহসান

'সিংগাপুর, থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ার সাথে তুলনায় বাংলাদেশের আইটি মার্কেট ছোট' --টিভিটি সারী

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউলেট প্যাকার্ড

সম্প্রতি ঢাকা ঘুরে গেলেন বিশ্ববিখ্যাত হিউলেট প্যাকার্ড (সিংগাপুর) লিমিটেড এর ভাইস প্রেসিডেন্ট টিভিটি সারী। তাদের সফর উপলক্ষে ঢাকায় এক প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করেছিল এইচপির স্থানীয় অফিস। উক্ত কনফারেন্সে এইচপি'র ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ আইটি মার্কেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তার সাথে। এরই কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ মার্কেটকে আরো শক্তিশালী করতে আপনাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

উত্তর: আগামী তিন বছরের জন্য আমরা বাংলাদেশের মার্কেট নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। বর্তমানে মার্কেট বেশ ছোট। আশা করছি আগামী তিন বছরে মার্কেট আরো বাড়বে এবং আমরা আরো বেশি ইনভেষ্ট করতে সমর্থ হবো।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের অনুপাতে বাংলাদেশের আইসিটি মার্কেটের অবস্থা কেমন ?

উত্তর: সিংগাপুর, থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ার সাথে চিন্তা করলে বাংলাদেশের মার্কেট তাদের তুলনায় ছোট। তবে আনুপাতিক হারে চিন্তা করলে বাংলাদেশের মার্কেটের উন্নতির হার অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশ ভাল। আমরা আমাদের লোকাল পার্টনারদের সাথে অনেকদিন ধরে চুক্তিবদ্ধ আছি এবং তাদের কার্যক্রমে আমরা যথেষ্ট আশাবাদি। আশা করছি আগামী তিন বছরে বাংলাদেশে এইচপি'র অবস্থান আরো মজবুত হবে এবং আমরা আরো বেশি বেনিফিটেড হবো।

সাউথ ইষ্ট এশিয়ার মার্কেটে এইচপি'র সাফল্যের মুল রহস্য কি?

উত্তর: বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত এইচি ত্রিমুখী মার্কেট স্ট্রাটেজি ফলো করে। এগুলো হচ্ছে টোটাল কাষ্টমার এক্সপেরিয়েন্স, গুড কাষ্টমার এক্সপেরিয়েন্স এবং লো কষ্ট হাই টকনোলজি। এরফলে কাষ্টমারকে হ্যাপি করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং যুগপোযোগী টেকনোলজি সরবরাহ করে এইচপি। দ্বিতীয়ত, এইচপি পার্টনাররা। সাউথ ইষ্ট এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই এইচপির লোকাল পার্টনার রয়েছে। এইচপি পার্টনারশিপ ব্যবসায় বিশ্বাসী। এই পার্টনাররাই এইচপির মার্কেটকে দিনে দিনে বৃদ্ধি করছে এবং মজার বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক পার্টনারের সাথেই এইচপি দীর্ঘদিন থেকে যুক্ত রয়েছে। তৃতীয়ত হচ্ছে এইচপির লোকবল। যারা এইচপির সাথে সরাসরি সংযুক্ত বা কনট্রিউবিট করছেন তারা সবাই হার্ডওয়ার্কার এবং সবারই মুল লক্ষ্য থাকে এইচপির উন্নতি। আমার মনে হয় এসব বিষয়ই এইচপিকে অন্যান্য কোম্পানি থেকে আলাদা করে ফেলে। সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে কাষ্টমার এক্সপেরিয়েন্স। এইচপির ডেভেলপমেন্ট এর জন্য এটিও একটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়।

এইচপি'র মাধ্যমে বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হতে পারে?

উত্তর: এইচপি'র ৪৬০০ কম্পিউটার যাচ্ছে শিক্ষমন্ত্রণালয়ে। বাংলাদেশি ছাত্ররা এসব পিসি ব্যবহার করবে। এরফলে তারা এইচপি টেকনোলজি সম্পর্কে আরো কাছে থেকে জানতে পারবে। তাছাড়া এইচপি প্রায় দেড় দশক ধরে কার্যক্রম চালাচ্ছে বাংলাদেশে। এই দীর্ঘদিনের কার্যক্রমই প্রমান করছে এদেশে মার্কেটে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা। আমরা আশা করছি এদেশে দিন দিন এইচপি'র গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে এবং আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে এদেশের মানুষকে পরিচিত করে তুলতে পারবো।

❑ তথ্যপ্রযুক্তি রিপোর্ট

রোবোকাপ ফুটবল লীগ

ছবিতে সনির পোষা রোবট আইবোকে ফুটবল খেলতে দেখা যাচ্ছে। 'রোবোকাপ জাপান ওপেন ২০০৪' নামক চারপেয়ে রোবটদের এই ফুটবল প্রতিযোগীতায় ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে।

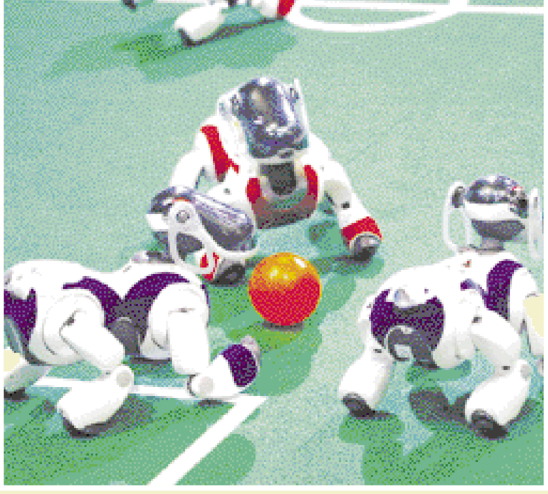

প্রযুক্তি বিশ্ব

সনি সাইবার শর্ট

জাপানের ইলেক্ট্রনিক্স জায়ান্ট সনি তার নতুন ডিজিটাল ক্যামেরা 'সাইবার শট ডিএসসিপি-১০০' বাজারজাত করা শুরু করেছে। ইমেজ সেন্সরে একটি ৫.৩ মেগা পিক্সেল সিসিডি, কার্ল জিস্‌ ভারিও টেসার ৭.৯-২৩.৭ মি. মি. জুম লেন্স এবং নতুন দীর্ঘ স্থায়ী রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারী সম্বলিত ক্যামেরাটির মূল্য ধার্য হয়েছে ৪৯০ মার্কিন ডলার।-এএফপি